"মিষ্টি বাচ্চারা - সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তোমাদের মতো পদ্মপদম্ ভাগ্যশালী স্টুডেন্ট আর কেউ নেই, তোমাদের স্বয়ং জ্ঞান সাগর বাবা টিচার হয়ে পড়াচ্ছেন"

*প্রশ্নঃ - কোন্ শখটি সর্বদা বজায় থাকলে মোহের তার ছিন্ন হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - সার্ভিস করার শখ থাকলে মোহের তার ছিন্ন যাবে। সদা বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সেসব হলো বিনাশী। এইসব কিছু দেখেও দেখবে না। বাবার শ্রীমৎ হলো - হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল...

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ মিষ্টি শালগ্রাম বা আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝেছে আমরা সত্যযুগী আদি সনাতন পবিত্র দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, অতএব এই কথাটি স্মরণে রাখতে হবে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মকে তো অনেকেই মানে কিন্তু দেবতা ধর্মের নাম বদলে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা জানো আমরা আদি সনাতন কারা ছিলাম? তারপরে পুনর্জন্ম নিয়ে এই রূপ ধারণ হয়েছে? এইসব ভগবান বসে বোঝাচ্ছেন। ভগবান কোনও দেহধারী মানুষ নন। সবার নিজের নিজের দেহ আছে, কিন্তু শিববাবাকে বলা হয় বিদেহী। তাঁর নিজের দেহ নেই , বাকি সকলের নিজস্ব দেহ আছে, তো নিজেকেও এমন বিদেহী নিশ্চয় করলে খুব মিষ্টি অনুভব হয়। আমরা কি ছিলাম, এখন কি হতে চলেছি। এই ড্রামা যে পূর্ব থেকেই রচিত আছে - সেসব তোমরা এখন বুঝেছ। এই দেবী-দেবতা ধর্মই পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল। এখন আশ্রম নেই। তোমরা জানো এখন আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। হিন্দু নাম তো এখন রাখা হয়েছে। আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম তো নেই। বাবা অনেকবার বলেছেন - আদি সনাতন ধর্মের মানুষদের বোঝাও। বলো, এতে লেখো আদি সনাতন দেবী-দেবতা পবিত্র ধর্মের, না হিন্দু ধর্মের ? তখন তাদের ৮৪ জন্মের জ্ঞান অর্জন হবে। এই জ্ঞান তো খুবই সহজ। শুধুমাত্র লক্ষ বছর বলে দেওয়াতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এইসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হওয়ার পার্ট ড্রামাতে আছে। দেবতা ধর্মের মানুষই ৮৪ জন্ম নিয়ে এমন ছিঃ ছিঃ হয়েছে। প্রথমে ভারত কত উঁচু ছিল। ভারতেরই মহিমা করা উচিত। এখন আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই পরিণত হতে হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের কথা নিশ্চয়ই বুঝবে। বলো, ঘোর নিদ্রা থেকে জাগো। বাবা এবং অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাচ্চারা তোমাদের সারাদিন খুশীতে থাকা উচিত। সম্পূর্ণ দুনিয়ায়, পুরো ভারতে তোমাদের মত পদ্মাপদম্ ভাগ্যশালী স্টুডেন্ট আর কেউ নেই। তোমরা বুঝেছো যে, আমরা যা ছিলাম তাই আবার হতে চলেছি। ছেঁটেকেটে তারাই আবার আসবে। এর জন্য মনমরা হয়ো না। প্রদর্শনীতে একটু শুনে গেলেও তারা প্রজা হয়ে যায়, কারণ অবিনাশী জ্ঞান ধনের বিনাশ হয় না। দিন দিন তোমাদের সংস্থা বৃদ্ধি হতে থাকবে, তখন অনেকে তোমাদের কাছে আসবে। ধীরে ধীরে ধর্মের স্থাপনা হয়। যখন কোনও বড়লোক মানুষ বাইরে থেকে আসে তখন তাকে দেখতে অনেক মানুষ যায়। এখানে তো সে কথা নেই। তোমরা জানো এই দুনিয়ায় যা কিছু আছে, সবই হল বিনাশী। সেসব দেখবে না। সী নো ইভিল ...এই আবর্জনা তো ভস্ম হবে। যা কিছু দেখতে পাও মানুষ ইত্যাদি, বুঝতে পারো যে এইসবই হল কলিযুগী। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। সঙ্গম-যুগকে কেউ জানে না। শুধু এইটুকু স্মরণ করো - এই হল সঙ্গম যুগ, এখন ঘরে ফিরতে হবে। পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। এখন বাবা বলেন এই কাম বিকার আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়, কাম বিকারকে জয় করো। বিষের জন্যে কত কষ্ট দেয়। বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু, তাকে জয় করতে হবে। এখন এই সময় অনেক মানুষ আছে দুনিয়ায়। তোমরা এক একজনকে কত বোঝাবে। একজনকে বোঝাও তো অন্যজন বলবে জাদু আছে, তারপরে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাই বাবা বলেন আদি সনাতন ধর্মের মানুষদের বোঝাও। আদি সনাতন হলই দেবী দেবতা ধর্ম। তোমরা বোঝাও লক্ষ্মী-নারায়ণ এই পদ মর্যাদা কিভাবে প্রাপ্ত করেন ? মানুষ থেকে দেবতায় কিভাবে পরিণত হন? নিশ্চয়ই শেষ জন্ম হবে। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে এমন পদের অধিকারী হয়েছেন। যাদের সার্ভিস করার শখ থাকে তারা তো সার্ভিসে ব্যস্ত থাকে। অন্য সব দিক থেকে মোহ মমতা কেটে যায়। আমরা এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখি সে সব ভুলতে হবে। যেন কিছুই দেখিনি। সী নো ইভিল....। মানুষ তো বানরের চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। কিছু বুঝতে পারে না। ছোট কন্যারা কত পরিশ্রম করে। বাবা তাদের প্রশংসা করেন, যারা অন্যদেরকে বুঝিয়ে উপযুক্ত করে তোলে। প্রাইজও তারাই পায়, যারা কাজ করে দেখায়। তোমরা জানো বাবা আমাদের কত প্রাইজ দেবেন। প্রথম প্রাইজ হল সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ। সেকেন্ড নম্বরে হলো চন্দ্রবংশীর প্রাইজ। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। ভক্তি মার্গের অনেক শাস্ত্রও বসে তৈরি করে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই শাস্ত্র পাঠ করে, যজ্ঞ - তপ করে আমার সঙ্গে কারো

মিলন হয় না। দিন দিন কত পাপ আত্মা তৈরি হয়। পুণ্য আত্মা কেউ হতে পারে না। বাবা এসে পুণ্য আত্মায় পরিণত করেন। এক হল পার্থিব জগতের দান-পুণ্য, দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের দান-পূণ্য। ভক্তিমার্গে ইন-ডায়রেক্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পুণ্য করে কিন্তু ঈশ্বর কে সে কথা জানে না। এখন তোমরা জানো। তোমরা বল যে শিববাবা আমাদের কি থেকে কি করে দিয়েছেন ! ভগবান তো একজনই। ওঁনাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তো তাদের বোঝানো উচিত যে তোমরা কি করেছো। তোমাদের কাছে আসে, একটু শুনে বাইরে গেলেই, শেষ। এখানকার সব এখানেই রয়ে যায়। সবকিছু ভুলে যায়। তোমাদের বলে জ্ঞান খুব ভালো, আমরা আবার আসব। কিন্তু মোহের তার ছিন্ন হয় না। মোহজিত রাজার কত সুন্দর গল্প রয়েছে। ফার্স্টক্লাস মোহজিত রাজা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় । রাবণের রাজ্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে নীচে এসে পড়েছে। বাচ্চাদের খেলা হয় কিনা। উপরে গিয়ে আবার নীচে নেমে আসে। তোমাদের খেলাও খুব সহজ। বাবা বলেন ভালো ভাবে ধারণ করো। কোনোরকম ছিঃ ছিঃ কর্ম করবে না।

বাবা বলেন আমি হলাম বীজরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের সাগর কি উপরে বসে থাকবেন? নিশ্চয়ই কখনও এসে জ্ঞান দিয়েছেন। জ্ঞান কি, তাও কেউ জানে না। এখন বাবা বলছেন আমি তোমাদের পড়াতে আসি তাই রেগুলার পড়া উচিত । একদিনও পড়াশোনা মিস করা উচিত নয়। কোনো পয়েন্ট তো ভালো পাবে। মুরলী না পড়লে নিশ্চয়ই পয়েন্টস্ মিস হয়ে যাবে। অনেক পয়েন্টস্ আছে। এই কথাও তোমাদের বোঝাতে হবে যে তোমরা ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে। এখন অনেক ধর্ম হয়ে গেছে। এরপরে হিস্ট্রি মাস্ট রিপিট। এ হলো উপরে ওঠার আর নীচে নেমে আসার সিঁড়ি। যেমন জিনকে আদেশ করা হলো - সিঁড়ি বেয়ে ওঠো আর নামো। তোমরা সবাই হলে জিন তাইনা। ৮৪-র সিঁড়ি বেয়ে ওঠো আর নামো। কত কত মানুষ রয়েছে । প্রত্যেককে কতরকমের পার্ট প্লে করতে হয়। বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত। তোমাদের অসীম জগতের নাটকের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে এখন তোমরাই জানো। কোনো মানুষ জানতে পারে না। সত্যযুগে কারো মুখ দিয়ে কু-বচন নির্গত হয় না। এখানে তো একে অপরকে গালিগালাজ করে থাকে। এ হলো বিষয় বৈতরণী নদী, ঘোর নরক। সব মানুষ ঘোর নরকে বাস করছে। এখানে তো আছে যথা রাজা রানী, তথা প্রজা। তোমাদের বিজয় হবেই শেষ সময়ে, যখন বুঝবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছেন? এক নম্বর মুখ্য কথা হলো এটাই, যা কেউ জানে না।

বাবা বলেন আমি হলাম দীনের নাথ। এই কথা পরে বুঝবে, যখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখন তোমরা তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো। সুইট হোম এবং সুইট রাজত্ব বুদ্ধিতে স্মরণে আছে। বাবা বলেন এখন শান্তিধাম - সুখধামে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যে পার্ট প্লে করেছো এখন বুদ্ধিতে আসে তাইনা। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া, অন্যরা সবাই মৃত। ব্রাহ্মণরা থেকে যাবে। ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পরিণত হবে। এই 'এক' ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। অন্য ধর্ম গুলি কিভাবে স্থাপন হয়, সেসবও বুদ্ধিতে আছে। যিনি বোঝান তিনি হলেন একমাত্র বাবা। এমন বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করা উচিত। ব্যবসা ইত্যাদি করতে থাকো শুধু পবিত্র হও। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম পবিত্র ছিল। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। চলতে-ফিরতে আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। শক্তি তখন আসবে যখন সতোপ্রধান হবে। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত তোমরা সর্বোচ্চ পদ মর্যাদা কখনোই প্রাপ্ত করতে পারবে না। যখন সতোপ্রধান স্টেজে পৌঁছাবে তখনই পাপ ভস্ম হবে। এ হলো যোগ-অগ্নি, এটা হলো গীতার শব্দ। যোগ-যোগ বলে মাথা মারতে থাকে। বিদেশ থেকেও ধরে নিয়ে আসে - যোগ শেখাবে বলে। এবারে তোমাদের কথা যদি কেউ বোঝে। পরমাত্মা সুপ্রিম সোল তো একজন-ই। তিনিই এসে সবাইকে সুপ্রিম করেন। একদিন খবরের কাগজের লোকেরাও এইসব কথা লিখবে যে, এ'সব কথা তো সঠিক। রাজযোগ এক পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেউ শেখাতে পারবে না। এমন কথা বড়-বড় অক্ষরে লেখা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ নেওয়ার জন্য বাপদাদার প্রশংসা পেতে হবে। সার্ভিস করে দেখাতে হবে। মোহের তার ছিন্ন করতে হবে।

২) জ্ঞান সাগর বিদেহী বাবা স্বয়ং পড়াতে এসেছেন তাই প্রতিদিন পড়াশোনা করতে হবে। একদিনও পড়া মিস করবে না। বাবার মতো বিদেহী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- নিজের প্র্যাক্টিক্যাল জীবনের প্রুফের দ্বারা সাইলেন্সের শক্তির আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়া বিশেষ সেবাধারী ভব

প্রত্যেককে সাইলেন্সের শক্তির অনুভব করানো - এটাই হলো বিশেষ সেবা। যেরকম সায়েন্সের পাওয়ারের সুনাম আছে সেইরকম যাতে সাইলেন্সের পাওয়ারের সুনাম হয়ে যায়। সকলের মুখ থেকে এই আওয়াজ বেরিয়ে আসবে যে সাইলেন্সের পাওয়ার সায়েন্সের থেকেও উচ্চে। সেই দিনও আসবে। সাইলেন্সের পাওয়ারের প্রত্যক্ষতা অর্থাৎ বাবার প্রত্যক্ষতা। সাইলেন্স পাওয়ারের প্র্যাক্টিক্যাল প্রুফ হলো তোমাদের সকলের জীবন। প্রত্যেককে চলতে-ফিরতে যেন পীস মডেল দেখায় তাহলে সায়েন্সের আত্মাদের দৃষ্টি সাইলেন্সে থাকা আত্মাদের প্রতি যাবে। এইরকম সেবা করো তখন বলা হবে বিশেষ সেবাধারী।

স্লোগানঃ- সেবা আর স্থিতির ব্যালেন্স রাখো তাহলে সকলের ব্লেসিং প্রাপ্ত হতে থাকবে।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

গীত :- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু...

এখন মানুষ এই যে গীত গায় - নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু, তার মানে পথ দেখানোর জন্য এক পরমাত্মাই আছেন, তাই তো পরমাত্মাকে আহ্বান করে আর যে সময়ে বলে যে প্রভু পথ দেখাও তো অবশ্যই সাধারণ মানুষকে পথ দেখানোর জন্য স্বয়ং পরমাত্মাকে নিরাকার রূপ থেকে সাকার রূপে অবশ্যই আসতে হবে, তবে তো স্থুল ভাবে পথ দেখাতে পারবেন, না এলে তো পথ দেখাতেও পারবেন না। এখন যে সমস্ত মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে, তাদের সঠিক দিশা চাই এইজন্য পরমাত্মাকে বলে যে - নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু... এঁনাকে আবার মাঝিও বলা হয়, যিনি ওই পারে অথবা এই যে পাঁচ তত্ব দিয়ে তৈরী সৃষ্টি, একে পার করে ওইপারে অর্থাৎ পাঁচ তত্বের থেকে পরে যে ষষ্ঠ তত্ব আছে অখন্ড জ্যোতি মহাতত্ব, সেখানে নিয়ে যান। তো পরমাত্মা যখন ওইপার থেকে এইপারে আসবেন তবেই তো ওইপারে নিয়ে যাবেন। তো পরমাত্মাকেও নিজের ধাম থেকে আসতে হয়, তবে তো পরমাত্মাকে মাঝি বলা হয়। তিনিই আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মারূপী নৌকাকে ওইপারে নিয়ে যান। এখন যারা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত থাকে, তাদেরকেই সাথে করে নিয়ে যাবেন। বাদবাকি যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা ধর্মরাজের শাস্তি ভোগ করে পরে মুক্ত হবে।

যখন সকল মানষ অতি দুঃখী হয় তখন পরমাত্মাকে স্মরণ করে, পরমাত্মা এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় নিয়ে চলো, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অবশ্যই এরকমও কোনও দুনিয়া আছে। এখন এটা তো সকল মানুষ জানে যে এখনকার যে সংসার, সেটা কাঁটায় পরিপূর্ণ। যেকারণে মানুষ দুঃখ আর অশান্তি ভোগ করছে আর স্মরণ করছে ফুলের দুনিয়াকে। তো অবশ্যই এরকমও কোনো দুনিয়া আছে, যে দুনিয়াতে সুসংস্কারী আত্মা পরিপূর্ণ আছে। এখন এটা তো আমরা জেনে গেছি যে দুঃখ অশান্তি এসব হল কর্ম বন্ধনের হিসাব-নিকাশ। রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষমাত্রই এই কর্মের হিসাব-পত্রে দগ্ধ হয়ে আছে এইজন্য পরমাত্মা স্বয়ং বলেন এখনকার এই সংসার হল কলিযুগ, তাই সকল কর্মবন্ধন তৈরী হয়ে আছে আর আগের সংসার সত্যযুগ ছিল যাকে ফুলের দুনিয়া বলে থাকে। এখন সেটা হল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত জীবন্মুক্ত দেবী-দেবতাদের রাজ্য, যেটা এখন নেই। এখন এই যে আমরা জীবন্মুক্ত বলছি, তো এর মানে এটা নয় যে আমরা কোনও দেহ থেকে মুক্ত ছিলাম, তাদের কোনও দেহভান ছিল না, মানে তারা দেহতে থেকেও দুঃখ ভোগ করত না, অর্থাৎ সেখানে কোনও কর্মবন্ধনের মামলা নেই। তারা শরীর নেওয়ার সময়, শরীর ছাড়ার সময় আদি-মধ্য-অন্ত সুখ প্রাপ্ত করতো। তো জীবন্মুক্তির অর্থ হল জীবনে থেকেও কর্মাতীত, এখন এই সমগ্র দুনিয়া ৫ বিকারে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে আছে, মানে ৫ বিকারের সম্পূর্ণ রূপে বাস, কিন্তু মানুষের মধ্যে এতটাও শক্তি নেই যে ৫ ভূতকে জয় করতে পারে, তাই পরমাত্মা নিজে এসে আমাদেরকে ৫ ভূত থেকে মুক্ত করেন আর ভবিষ্যতের প্রালব্ধ দেবী-দেবতা পদ প্রদান করেন। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;